প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

[গত এক দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশের ওপর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার এ ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অতিক্রম করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ শতাংশে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষা ০.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছর থেকে ১৫০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৬৬ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এসময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থবছরের শুরুতে অর্থাৎ জুলাই, ২০১৫ এ মূল্যস্ফীতির হার ৬.৩৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে এপ্রিল, ২০১৬-এ দাঁড়িয়েছে ৫.৬১ শতাংশে। রপ্তানি খাতেও গতিশীলতা বজায় রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৯.২২ শতাংশ। একই সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেলেও জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.২৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৯৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সাথে মূলধন ও অর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিক ভারসাম্য দাঁড়িয়েছে ৩,৫৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে দাঁড়িয়েছে ২৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। ঋণের সুদের হারও ক্রমান্বেয়ে হ্রাস পেয়েছে যা বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও উন্নত করবে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।]

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরলেও প্রবৃদ্ধির গতি এখনও সুসংহত হয়নি। উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা শক্তিশালী হলেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ২০১১ সাল থেকে ক্রমাগত হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতি সার্বিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে ৭০ শতাংশ অবদান রাখছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করছে এমন উপাদানসমূহ হচ্ছে-চীনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পুন:ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা; পণ্যমূল্য পুনরায় হ্রাস, বিশেষ করে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস; যুক্তরাষ্ট্রের সংকোচনমূলক মুদ্রা নীতি; বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস; এবং বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের পুঁজি প্রবাহ হ্রাস। এছাড়া, চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2016-এ ২০১৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অক্টোবর ২০১৫ সালের Outlook-এর পূর্বাভাস অপেক্ষা ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস করে ৩.২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২.৪ শতাংশ, যা ২০১৬ সালেও বজায় থাকবে এবং ২০১৭ সালে ২.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। রপ্তানি হ্রাস, অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও অনিবাসীদের বিনিয়োগ হ্রাসের কারণে ২০১৫ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১.৪ শতাংশে নেমে আসে। শ্রমবাজারের সূচকসমূহের উন্নয়ন, বিশেষ করে, কর্মসংস্থানের জোরালো প্রবৃদ্ধি, বেকারত্ব হ্রাস এবং রপ্তানি খাতের শ্লথগতি সাময়িক সময়ের জন্য বজায় থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধির এ নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে বলে আইএমএফ-এর পূর্বাভাস রয়েছে।

পক্ষান্তরে, জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস এবং আর্থিক খাতের উন্নয়নের ফলে ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতিসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা জোরালো হয়েছে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১.৫ শতাংশ ও ১.৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা ব্যাপক হ্রাসের ফলে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৬ ও ২০১৭ সালে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে যথাক্রমে ০.৫ শতাংশ ও -০.১ শতাংশ।

অন্যদিকে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতিসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালের ৪.০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৪.১ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে ৪.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। চীনের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালের ৬.৬ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ৬.৪ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে ৬.৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ২০১৫ সালের প্রথমার্ধে চীনের রপ্তানি আয় কমে যাওয়া এবং দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তুলনামূলকভাবে ধীর গতি প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসে মূল ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে চীনের প্রবৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ৬.৫ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে ৬.৩ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। ভারতসহ অন্যান্য বিকাশমান অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়ার পূর্বাভাস করা হলেও চীনের অর্থনীতির ভারসাম্য আনয়ন এবং বিশ্বব্যাপী ম্যানুফেকচারিং খাতের স্থবিরতার ঝুঁকিতে রয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি তেলের আকস্মিক মূল্য পতন রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমুহে প্রবৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। সারণি ১.১-এ অর্থনীতির অঞ্চলভিত্তিক প্রবৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি দেখানো হল।

সারণি ১.১ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬*	২০১৭*
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.০	-০.১	৫.৪	৪.২	৩.৫	৩.৩	৩.৪	৩.১	৩.২	৩.৫
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	০.২	-৩.৪	৩.১	১.৭	১.২	১.২	১.৮	১.৯	১.৯	২.০
যুক্তরাষ্ট্র	-০.৩	-২.৮	২.৫	১.৬	২.২	১.৫	২.৪	২.৪	২.৪	২.৫
ইউরো অঞ্চল	০.৫	-৪.৫	২.১	১.৬	-০.৯	-০.৩	০.৯	১.৬	১.৫	১.৬
জাপান	-১.০	-৫.৫	৪.৭	-০.৫	১.৭	১.৪	০.০	০.৫	০.৫	-০.১
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৫.৮	৩.০	৭.৪	৬.৩	৫.৩	৪.৯	৪.৬	৪.০	৪.১	৪.৬
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৭.২	৭.৫	৯.৬	৭.৮	৬.৯	৬.৯	৬.৮	৬.৬	৬.৪	৬.৩
চীন	৯.৬	৯.২	১০.৬	৯.৫	৭.৭	৭.৭	৭.৩	৬.৯	৬.৫	৬.২
ভারত	৩.৯	৮.৫	১০.৩	৬.৬	৫.৬	৬.৬	৭.২	৭.৩	৭.৫	৭.৫

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2016, IMF,* প্রক্ষেপণ

জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য হ্রাসের কারণে বিশ্বব্যাপি মূল্যস্ফীতির হার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাকালীন সময়ের অবস্থানে চলে এসেছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের বিশেষ করে ইউরো অঞ্চল এবং জাপানের মূল্যস্ফীতির হার ইতোমধ্যে লক্ষ্যমাত্রার (২-২.৫ শতাংশ) নীচে রয়েছে। একই কারণে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতিও হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ০.৩ শতাংশ, যা ২০১৬-এ ০.৭ শতাংশ এবং ২০১৭-এ ১.৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। জাপানে ২০১৫ সালের মূল্যস্ফীতির হার ০.৮ শতাংশ, যা ২০১৬ তে -০.২ শতাংশ এবং ২০১৭-এ ১.২ শতাংশে উন্নীত হওয়ার পূর্বাভাস করা হয়েছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি হ্রাসে চীনের মূল্যস্ফীতি হ্রাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ২০১৫ সালে চীনের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১.৪ শতাংশ, যা ২০১৬ ও ২০১৭ সালে যথাক্রমে ১.৮ ও ২.০ শতাংশে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। সারণি ১.২ -এ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও কয়েকটি দেশের ভোক্তা মূল্যস্ফীতি দেখানো হল।

সারণি ১.২ঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতি প্রকৃতি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬*	২০১৭*
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	৩.৪	০.১	১.৫	২.৭	২.০	১.৪	১.৪	০.৩	০.৭	১.৫
যুক্তরাষ্ট্র	৩.৮	-০.৩	১.৬	৩.১	২.১	১.৫	১.৬	০.১	০.৮	১.৫
ইউরো অঞ্চল	৩.৩	০.৩	১.৬	২.৭	২.৫	১.৩	০.৪	০.০	০.৪	১.১
জাপান	১.৪	-১.৩	-০.৭	-০.৩	০.০	০.৪	২.৭	০.৮	-০.২	১.২
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৯.২	৫.০	৫.৬	৭.১	৫.৮	৫.৫	৪.৭	৮.৭	৪.৫	৪.২
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৭.৬	২.৮	৫.১	৬.৫	৪.৬	৪.৭	৩.৫	২.৭	২.৯	৩.২
চীন	৫.৯	-০.৭	৩.৩	৫.৪	২.৬	২.৬	২.০	১.৪	১.৮	২.০
ভারত	৯.২	১০.৬	৯.৫	৯.৫	৯.৯	৯.৪	৫.৯	৪.৯	৫.৩	৫.৩

উৎস: World Economic Outlook, April 2016, IMF,* প্রক্ষেপণ

বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ধারাকে সুসংহত রাখতে বেশ কিছু ঝুঁকি রয়েছে। জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য আরো হ্রাস পাওয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পুনঃবন্টন (redistribution of economic activities) ঘটাতে পারে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতাও কয়েকটি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ঝুঁকির কারণ হতে পারে। আর্থিক বাজারের অনুকূল অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় আস্থার ঘাটতি আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা অর্জনে ঝুঁকি হিসেবে বিরাজমান। মার্কিন ডলারের উল্লেখযোগ্য হারে পুনঃউপচিতি বিশেষ করে বিকাশমান বাজার অর্থনীতির আর্থিক খাতের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, ইউরো অঞ্চল এবং জাপানের অর্থনীতির স্থবিরতা এবং অতি নিম্ন মূল্যস্ফীতির কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাসের ঝুঁকি এখনো বজায় রয়েছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ শতাংশে। গত ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.০৬ ও ৬.৫৫ শতাংশ। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান গড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। অবশ্য, ভিত্তিবছর পরিবর্তনের কারণে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প খাত এবং সেবা খাত জোরালো ভূমিকা রাখলেও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ২.৬০ শতাংশ, ১০.১০ শতাংশ ও ৬.৭০ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩.৩৩ শতাংশ, ৯.৬৭ শতাংশ ও ৫.৮০ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.০০ শতাংশ, ৩০.৪২ শতাংশ এবং ৫৩.৫৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে এ তিনটি বৃহৎ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫.৩৩ শতাংশ, ৩১.২৮ শতাংশ এবং ৫৩.৩৯ শতাংশ।

বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে প্রাণি সম্পদ ও বনজ সম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শস্য ও শাকসব্জি উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। মৎস সম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ৬.৩৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬.১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফেকচারিং খাতে গত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৩১ শতাংশ, যা চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০.৩০ শতাংশে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এরমধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের ১০.৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ১১.০১ শতাংশে দাঁড়াবে। অন্যদিকে এসময়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭.০২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সরবরাহ খাতের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে ৬.২২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি

পেয়ে চলতি অর্থবছরে ১১.১৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। নির্মাণ খাতের প্রবৃদ্ধিও ০.২৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৮৭ শতাংশে উন্নীত হবে। সেবা খাতের মধ্যে হোটেল ও রেস্তোঁরা; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; রিয়েল এস্টেট ও ভাড়া; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও কমিউনিটি সেবা ইত্যাদি খাতের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। অন্যদিকে, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরে তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

মাথাপিছু জিডিপি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,২৩৬ মার্কিন ডলার, চলতি অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৮৪ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৩১৬ মার্কিন ডলার, যা চলতি অর্থবছরে ১৫০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৬৬ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ২৩.৮৯ শতাংশ ও ৩০.৩১ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২২.১৬ শতাংশ ও ২৯.০২ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১.৭৩ এবং ১.২৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে ০.২৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২১.৭৮ শতাংশে । তবে এ সময়ে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ (volume) বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৬৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে, এ সময়ে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৮২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফলে সার্বিক বিনিয়োগ গত অর্থবছরে জিডিপি'র ২৮.৮৯ শতাংশ থেকে প্রায় ০.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ২৯.৩৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭.৩৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৪১ শতাংশ। এসময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১.৮৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস হ্রাস পায়। অনদিকে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রবণতা কিছুটা (০.৪৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) বৃদ্ধি পায়। খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাসের প্রবণতা চলতি অর্থবছরেও বজায় থাকে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে জুলাই, ২০১৫ মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ৬.০৭ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে এপ্রিল, ২০১৬ মাসে দাঁড়িয়েছে ৩.৮৪ শতাংশ। তবে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী চাপ অব্যাহত থাকে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে জুলাই, ২০১৫-এ খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৮০ শতাংশ, যা এপ্রিল, ২০১৬ -এ দাঁড়িয়েছে ৮.৩৪ শতাংশ। তবে সার্বিকভাবে এপ্রিল, ২০১৬ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৬১ শতাংশে, যা জুলাই, ২০১৫-এ ছিল ৬.৩৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসের (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬) গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.০১ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যসহ অন্যান্য পণ্যমূল্য হ্রাস পাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরীণ অনুকূল পরিবেশ, সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ এবং জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের ফলে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে। ফলে চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার (৬.২ শতাংশ) নীচে থাকবে বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৭৭,৪০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১০.২৬ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৬৭ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৫,৪০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩১ শতাংশ) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২২,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.২৭ শতাংশ)। অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS)* ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ৯১,৩১১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের

একই সময়ের তুলনায় ১৬.১০ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,৯১৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.২৮ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,০৪,২৩১ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার ৫৮.৭৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ১৫.২১ শতাংশ বেশি।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৮৭,৭১১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৮৮ শতাংশ বেশি। এসময়ে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ৬.৯৬ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ১৭.১২ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: ২০.৫৫ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক: ২৩.১৪ শতাংশ এবং অন্যান্য শুল্ক: ৩৯.৭৫ শতাংশ। একই সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ ২১.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৬০১ কোটি টাকায়।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২,৬৪,৫৬৪ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৫.৩০ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ১,৭৩,৫৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.০৪ শতাংশ) এবং ৯১,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.২৬ শতাংশ)। *iBAS*-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,০৫,৩৩৫ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ৮২,২৩৭ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২৩,০৯৮ কোটি টাকা।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮৭,১৬৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ২৪,৯৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৪৪ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬২,১৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৫৯ শতাংশ) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৩১,৬৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৮৩ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৩০,৫০০ (জিডিপি'র ১.৭৬ শতাংশ) কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত হতে নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মুদ্রাস্ফীতির চাপকে পরিমিত পর্যায়ে রেখে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতিতে ঋণ ও অর্থায়ন নীতিকৌশল প্রয়োজনমত ব্যবহার করছে এবং উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতিকে ৬.২ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য প্রণীত মুদ্রানীতিতে (জানুয়ারি-জুন, ২০১৬) ব্যাপক মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি বছরশেষে ১৫.০ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বছরশেষে ১৪.৮ শতাংশ ধরা হয়েছে। মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধির যে পরিসর মুদ্রানীতিতে ধরা হয়েছে তা কাঙ্খিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) এবং ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money) প্রবৃদ্ধি কিছুটা বাড়লেও সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস শেষে বছরভিত্তিতে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৬.১৪ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.০০ শতাংশ। একই সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.১১ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৫.৫১ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১২.৮০ শতাংশ ও ১৫.২৯ শতাংশ। এসময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। অন্যদিকে,

মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির হ্রাস শর্ত্তেও সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বেড়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯.৯৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৫৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৬৪ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.১১ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৬১ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৭.২৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে হ্রাস পেয়েছিল ৪.৫৮ শতাংশ।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সময় সময় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, জানুয়ারি, ২০১৬-এ নীতি নির্ধারণী সুদের হার, রিপো ও রিভার্স রিপো উভয় হারই ৫০ বেসিস পয়েন্টস হ্রাস করে। মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বেয়ে হ্রাস পাওয়ার ফলে নীতি নির্ধারণী এ সুদের হার হ্রাসের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের ভারিতগড় সুদ হার জুন, ২০১৪ শেষে ১৩.১০ শতাংশ ছিল, যা জুন, ২০১৫ শেষে ১.৪৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ১১.৬৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে তা আরো ০.৭৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ১০.৯১ শতাংশে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আমানতের ভারিতগড় সুদ হার জুন, ২০১৪ শেষে ৭.৭৯ শতাংশ ছিল যা, জুন, ২০১৫ শেষে ০.৯৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৬.৮০ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিতগড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে আরও ০.৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৬.১ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন, ২০১৪ শেষে ঋণ ও আমানতের ভারিতগড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৫.৩১ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন, ২০১৫ শেষে ৪.৮৭ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিতগড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিতগড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিতগড় সুদ হারের ব্যবধান ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে আরো কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৮১ শতাংশে দাঁড়ায়।

পুঁজি বাজার

সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজি বাজারের মূল্যসূচক কিছুটা হ্রাস পেলেও বড় ধরণের কোন নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। ঢাকা ও চট্রগ্রাম এ উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যায় পূর্বের বছরগুলো হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের (ডিএসই) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬২ টি, যা ২০১৫ সালের জুন মাসে ছিল ৫৫৫টি। একই সময়ে চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২৯২টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০২ টিতে দাঁড়িয়েছে।

৩০ জুন, ২০১৫ এর ডিএসইর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের আকার ছিল ৩,২৪,৭৩১ কোটি টাকা যা ৩.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাসের ট্রেডিং শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,১৪,৩৫০ কোটি টাকায়। ডিএসই'র প্রধান মূল্যসূচক জুন, ২০১৫ এর তুলনায় ১.৫৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-এ ৪,৫১১.৬৭ পয়েন্ট-এ দাঁড়ায়। অনদিকে, ৩০ জুন, ২০১৫ এ সিএসই'র সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের আকার ছিল ২,৫৭,১৪৬ কোটি টাকা যা ৩.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ২,৪৮,২৫২ কোটি টাকায়। সিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ১.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১,২০৮.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয় অপেক্ষা ৩.৩৯ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শুরুতে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্বক হলেও প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৫) রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকের তুলনায় ০.৮৩ শতাংশ। অনুরূপভাবে ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় যথাক্রমে ১৫.৩২ শতাংশ ও ১১.০২ শতাংশ। সার্বিকভাবে অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭,৬৩৭.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.২২ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে প্রধান দু'টি পণ্য- তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১২.৭১ শতাংশ ও ৭.২৯ শতাংশ। অন্যান্য পণ্যের মধ্যে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (৩২৮.৫১ শতাংশ), ফার্মাসিউটিক্যাল (১৫.৩৩ শতাংশ), চামড়াজাত দ্রব্য (৬২.০৯ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (১১.০০ শতাংশ) এবং কাঁচা পাট (৩৮.০০ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে হিমায়িত খাদ্য (১০.৮২ শতাংশ), চামড়া (৩২.১৯ শতাংশ) এবং পাটজাত পণ্য (১৮.১১ শতাংশ) রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে।

জুলাই-মার্চ, ২০১৬ সময়ে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৮.৪১ শতাংশ পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ জার্মানি (১৪.৬৪ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১১.৩১ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.১৪ শতাংশ)। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নতির পূর্বাভাস, ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসা এবং তৈরি পোশাক শিল্পের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন ইত্যাদির ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

আমদানি

২০১৪-১৫ অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫,১৯০.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২৬ শতাংশ বেশি। সাময়িক হিসেবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৬) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১,৩৩৫.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৪৭ শতাংশ বেশি। পণ্যভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জুলাই-মার্চ, ২০১৬ সময়ে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানি হ্রাস পেয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫.৭১ শতাংশ। এ সময়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানি বেড়েছে ১৩.৩৬ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.০৭ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে অপরিশোধিত তেল (১৫.৫৯ শতাংশ), প্রেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য (৩৪.৯২ শতাংশ), তৈলবীজ (৩৭.১২ শতাংশ), ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট (৬৪.০৮ শতাংশ) এবং স্টেপল ফাইবার (১২.৩৬ শতাংশ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে মুলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২.০৩ শতাংশ। ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে মূলধনী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৮৯ শতাংশ, যা বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি নির্দেশ করে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমান ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৬৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত) রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,২৫৫.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৩৯ শতাংশ কম। মূলত: মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জ্বলানি তেলের মূল্যহ্রাস, তেল সমৃদ্ধ এ দেশসমূহের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তবে আশার কথা যে, বিকল্প বাজার অনুসন্ধানসহ কুটনৈতিক তৎপরতার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ কয়েকটি দেশে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৪.৬২ লক্ষ জন বৈদেশিক কর্মস্থানে লক্ষ্যে বিদেশে যায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এ সংখ্যা ১২.৯৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬) জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫.৬২ লক্ষ জন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫১.২৫ শতাংশ বেশি। ফলে আগামী মাসসমূহে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১৫-১৬ অর্থবছরে (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত) দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৬৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমান ছিল ৪,৬৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে সেবা ও প্রাথমিক আয় হিসাবে ঘাটতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১,৯০৮ মিলিয়ন এবং ১,৮৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ দুই খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৪৫৪ মিলিয়ন ও ২,১৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে এ সময়ে মাধ্যমিক আয় হিসাবে রেমিট্যান্স খাতে প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেলেও চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৯৩৩ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৪৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ২১.৫৪ শতাংশ। এছাড়া, অন্যান্য বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে মূলধন ও আর্থিক খাতে ১,১৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থাকায় লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৩,৫৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ক্রমান্বেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখের ১৫,৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন, ২০১৪ তারিখে ২১,৫৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে রিজার্ভ ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ৭.৭ মাসের মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। অধিকন্তু, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার গড় বিনিময় হারের ২.৭৬ শতাংশ উপচিতি ঘটে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার উপচিতি ঘটে ০.০৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিতগড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৮০ টাকা, মার্চ, ২০১৬ এ বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৭৮.২ টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৬) সময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারে ০.৭৬ শতাংশ অবচিতি ঘটে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনেতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

রাজস্ব আহরণ

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রনীত হয়েছে এবং জুলাই ২০১৬ থেকে তা বাস্তবায়িত হবে।
- প্রত্যক্ষ কর আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- নতুন কাস্টম আইন ২০১৪ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়াটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে।
- কর ব্যবস্থায় অনেক সরলীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। World Customs Organisation (WCO) প্রণীত মান ও পদ্ধতি অনুসরণ অনেকে বেড়েছে।
- শুল্ক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান শুল্ক স্টেশন United Nations Conference in Trade and Development (UNCTAD) উদ্ভাবিত Automated System for Customs Data (ASYCUDA) World বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় স্টেকহোল্ডারকে ইতোমধ্যেই এ ব্যবস্থায় শুল্ক

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনলাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যবস্থাটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমদানি রপ্তানি পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘোষণা দাখিল হতে শুরু করে শুল্ক কর পরিশোধ পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে অন-লাইনে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

- রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর লক্ষ্যে কর-বহির্ভূত রাজস্বের হারসমূহের যৌক্তিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে এবং কর প্রদানকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে e-payment কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়েছে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (Medium Term Budget Framework-MTBF) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবংঅন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Ministry Budget Framework-MBF) প্রস্তুত করেছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং রবাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র বজায় থাকে।
- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে গাইড লাইন জারী করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের Budget Implementation Plan (BIP) প্রণয়ন করেছে।
- আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইবাস সিষ্টেমকে উন্নত করে আইবাস ++ এ রূপান্তর করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজীকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যমান পদ্ধতি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সংশোধিত পরিপত্র চূড়ান্ত করার অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, On line এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Digital ECNEC প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- আইএমইডির আওতায় সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অন-লাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

দেশের বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যহত রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- পুঁজিবাজার বিনিয়োগ, ব্যাংক কোম্পানির ধারণকৃত মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ, Special Purpose Vehicle, Alternative Investment Fund বা সমজাতীয় কোন তহবিল-এ ব্যাংক-কোম্পানির বিনিয়োগ, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের অনিয়মের জন্য অভিন্ন জরিমানা/দন্ড আরোপ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ব্যাংকগুলোর তারল্যের গতিধারা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনায় নজরদারি আরও জোরদার করণের পদক্ষেপ হিসেবে তারল্য পযার্প্ততার দুটি নতুন পরিমাপের Liquidity Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable Funding Ratio (NSFR) প্রবর্তন করা রয়েছে।

- ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী ও সময়োপযোগীকরণের জন্য Comprehensive Risk Management Reporting (CRMR) নামে একটি নতুন রিপোর্টিং ফরম্যাট প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, নিবিড় মনিটরিং এর স্বার্থে ব্যাংকগুলোকে প্রতি ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে মাসিক ভিত্তিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পেপার ও রিস্ক ম্যাজেমেন্ট কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের গুরত্ব বৃদ্ধি এবং sound risk management culture প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর শাখা সম্প্রসারণ, এডি লাইসেন্স প্রদান, লভ্যাংশ ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিবেচ্য নির্দেশকগুলোর পাশাপাশি ব্যাংকের High ও Critical risk management rating কে নেতিবাচক নির্দেশক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

- দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালন; মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ (oversight); ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ তরান্বিতকরণ; এবং Real Time Gross Settlement (RTGS) বাস্তবায়ন করছে।

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন সম্পর্কিত National Risk and Vulnerability Assessment এর ফলাফলের ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৫-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত জাতীয় কৌশলপত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধকার্যে ফলপ্রসূতা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি সংস্থার জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখাসহ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়ন/সংশোধন কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 প্রণয়ন;
- Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 এর সংশোধন;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 প্রণয়ন;
- Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 প্রণয়ন;
- Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 প্রণয়ন;
- মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগজনিত ক্ষতির প্রভিশনিং সম্পর্কে নির্দেশনা জারি।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৭-২০১৯ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2017-2019) প্রণীত হয়েছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.৪ শতাংশ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ ৭.৬ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপির ২৯.৪ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপির ৩০.১০ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৭-১৮

অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.৮ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩২.৭ শতাংশ হবে, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৪.৭ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৮.০ শতাংশ-এ উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমটিএমএফ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সুসমন্বিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও কৃষি খাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, শস্য বহুমুখীকরণ, রবি মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন ও পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৃষি ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জ্বালানি ও অবকাঠামো ঘাটতি দূরীকরণে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে ২৪ হাজার মেগাওটে উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এলএনজি আমদানি প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি নতুন গাসক্ষেত্র সন্ধানেরও প্রদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অবকাঠামো ঘাটতির প্রতিবন্ধকতা অপসারণে, সড়ক, রেলপথ এবং সেতুসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার সম্ভাবনাময় বিভিন্ন স্থানে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করবে। ইতোমধ্যে সরকারি পর্যায়ে ৪২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী ৯টি বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প (Transformational Project) দ্রুততম বাস্তবায়নের জন্য প্রদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এগুলো হলো, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ ও পায়রা সমুদ্র বন্দর। এ প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বাজটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ প্রকল্পসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এমটিএমএফ-এ আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১২.৪ শতাংশ যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস বেশি। পরবর্তী দুই অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ যথাক্রমে জিডিপি'র ১২.৭ শতাংশ এবং ১৩.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খাতে বিদ্যমান আইন, পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন, সকল কাস্টমস হাউজকে অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, প্রবর্তিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে মর্মে পূর্বাভাস রয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৫.৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা আগামী অর্থবছরে জিডিপি'র ১৭.৩ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ১৮.০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত ব্যয় জিডিপি'র ৫.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ৫.৬ শতাংশে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫.৯ শতাংশে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.১ শতাংশে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ থাকবে এবং পরবর্তী দুই বছরে ৪.৯ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ জিডিপি'র ২.২ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বৈদেশিক উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি'র ১.৫ হতে ১.৬ শতাংশের মধ্যে রাখার প্রচেষ্ঠা নেয়া হবে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে মূল্যস্ফীতির হার চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৬.২ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.৮ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরবর্তী দুই অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার যথাক্রমে ৫.৬ শতাংশ এবং ৫.৫

শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং এবং পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা এবং মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় রেখে এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৫-১৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে এমটিএমএফ-এ পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৪.৮ শতাংশ এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহে তা ধারাবাহিকভাবে ১৫.০ শতাংশের মধ্যে রেখে এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ১৫.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬.১ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের এরূপ গতিধারা বিরাজমান রেখে মধ্যমেয়াদের জন্য নির্ধারিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রত্যাশা করা যায়।

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি খাতের আরো দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে গণ্য করা হয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরে ৩.০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা আগামী বছরে ১০ শতাংশ ও পরবর্তী বছরে ১১ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অঞ্চলে সম্ভাব্য নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা, দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছর সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ থাকার পর তা পুনরায় চালু হওয়া এবং হংকংসহ আরো কতিপয় দেশে মহিলা শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জনশক্তি রপ্তানির গতিধারা শক্তিশালী হবে আশা করা যায়। মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ তা জিডিপির ০.৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকবে যা মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিস্থিতি সন্তোষজনক অবস্থায় রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমসহ নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলা সম্ভব যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। সারণি ১.৩-এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের পূর্বাভাস দেখানো হলো:

সারণি ১.৩ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচক	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত									
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৫	৬.০	৬.১	৬.৬	৭.০	৭.১	৭.২	৭.৪	৭.৬
মূল্যস্ফীতি (%)	৮.৭	৬.৮	৭.৪	৬.৪	৬.২	৬.২	৫.৮	৫.৬	৫.৫
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৮.৩	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	৩০.১	২৯.৪	৩১.০	৩১.৮	৩২.৭
বেসরকারি	২২.৫	২১.৭	২২.০	২২.১	২২.৮	২১.৮	২৩.৩	২৪.০	২৪.৭
সরকারি	৫.৮	৬.৬	৬.৫	৬.৮	৭.৩	৭.৬	৭.৭	৭.৮	৮.০
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)									
মোট রাজস্ব আয়	১০.৯	১০.৭	১০.৪	৯.৬	১২.১	১০.৩	১২.৪	১২.৭	১৩.১
কর রাজস্ব	৯.০	৯.০	৮.৬	৮.৫	১০.৬	৯.০	১০.৭	১১.০	১১.৩
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৭	৮.৬	৮.৩	৮.২	১০.৩	৮.৭	১০.৪	১০.৬	১০.৯
কর বহির্ভুত রাজস্ব	১.৮	১.৭	১.৮	১.১	১.৫	১.৩	১.৬	১.৭	১.৮
সরকারি ব্যয়	১৪.৪	১৪.৬	১৪.০	১৩.৪	১৭.২	১৫.৩	১৭.৩	১৭.৬	১৮.০
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.৬	৪.১	৪.১	৩.৯	৫.৭	৫.৩	৫.৬	৫.৯	৬.১
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	**-৩.৬**	**-৩.৯**	**-৩.৬**	**-৩.৮**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৪.৯**	**-৪.৯**
অর্থায়ন	৩.৬	৩.৯	৩.৬	৩.৮	৫.০	৫.০	৫.০	৪.৯	৪.৯
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৯	২.৮	২.৮	৩.৪	৩.৩	৩.৬	৩.৪	৩.৪	৩.৪
বৈদিশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৭	১.১	০.৭	০.৪	১.৮	১.৫	১.৭	১.৭	১.৭
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন, বছর শেষে)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৮.৮	১১.০	১১.৬	১০.০	১৭.৯	১৫.৫	১৫.৬	১৬.১	১৬.১
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৯.৭	১০.৮	১২.৩	১৩.২	১৬.০	১৪.৮	১৫.০	১৫.০	১৫.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৭.৪	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৫	১৫.০	১৫.৬	১৫.৬	১৫.৭
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	৬.২	১০.৭	১২.১	৩.৩	১২.০	১০.০	১০.০	১১.০	১২.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	২.৪	০.৮	৮.৯	৪.৫	১১.৫	৯.০	১১.০	১২.০	১২.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	১১.৬	১১.৬	-১.৫	৭.৫	১০.০	৩.০	১০.০	১১.০	১১.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	-০.৩	১.৫	০.৮	০.৪	-১.২	০.৩	-০.২	-০.৪	-০.৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১০.৪	১৫.৩	২১.৫	২৫.০	২৩.০	২৮.০	৩১.৩	৩৫.৩	৪০.০
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩.২	৪.৬	৫.৯	৬.৫	৫.০	৬.৭	৬.৮	৬.৮	৬.৯
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১০৫৫২	১১৯৮৯	১৩৪৩৭	১৫১৫৮	১৭১৬৭	১৭২৯৬	১৯৬১০	২২২৩১	২৫১৯৮

উৎস: অর্থ বিভাগ।